সংবাদ প্রতিদিন
ছুটি
রবিবার ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

অলংকরণ শান্তনু দে

ব্রাত্য বসু
bratyojon@gmail.com

তাঁর সিনেমা নিরীক্ষাধর্মী। তিনি নিজে একজন সিনেমা-লেখক এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তাঁর কাছে থিয়েটারের সঙ্গে সিনেমার তফাত নেই। ফলে তিনি চান দর্শকদের বদলাতে। চান, পৃথিবীকে বদলাতে। আত্মসমীক্ষায় ভুল ছিল না। 'ব্রেথলেস' মুক্তি পাওয়ার পর দুনিয়া একডাকে চিনল তাঁকে— জাঁ লুক গোদার। তাঁর প্রথম সিনেমা 'ব্রেথলেস' সামনের মার্চে ৬০ বছরে পা রাখবে।

নব্যতরঙ্গের এক সিনেমা-লেখক

'শিবিরের নোটগুলি' ('নোট্‌স অন ক্যাম্প') লেখার চার বছর বাদে প্রখ্যাত আমেরিকান নারীবাদী দার্শনিক লেখক সুসান সনটাগ ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারিতে জাঁ লুক গোদার সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'আমাদের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক নায়ক।' সনটাগের 'শিবিরের নোটগুলি' ছিল ক্রিস্টোফার ইশারউডের উপন্যাস 'সন্ধ্যার পৃথিবী'-র দুই প্রধান চরিত্রকে তুলে এনে সাংস্কৃতিক শিবিরের অন্তর্গূঢ় ব্যাখ্যান ও আখ্যান (উদাহরণ দিচ্ছেন সনটাগ যে, উল্‌ফগ্যাং মোৎসার্ট, এল গ্রেকো এবং দস্তয়ভস্কি ছিলেন নির্দিষ্ট শিবিরের লোক। কিন্তু বিটোভেন, ফ্লবেয়ার এবং রেমব্রান্ট তা ছিলেন না)। গোদারকে এই দুই শিবিরেরই বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন সনটাগ। তিনি গোদারকে 'হাই' এবং 'লো'— কোনও শিবিরের লোক হিসাবেই দেখতে চাননি, বরং তাঁর সিনেমাকে তুলনা করেছিলেন পাবলো পিকাসোর চিত্রকলার সঙ্গে এবং অস্ট্রো-আমেরিকান সংগীতকার আর্নল্ড স্কোনেনবার্গের মৌলিক সংগীত-যোজনার সঙ্গে। সনটাগের ভাষায় গোদারের সিনেমা তাই 'পারদযুক্ত, ফিচেল, রণপ্রিয় এবং ক্রমবর্ধিত রাজনীতিপূর্ণ।' আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নাগাড়ে তাঁর ছবিতে আক্রমণ করা সত্ত্বেও, ১৯৬৮-তে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতারত গোদারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয়েছিল সনটাগের, 'বব ডিলানের মতোই আমাদের জীবনে অপূরণীয়।' যদিও ওই ১৯৬৮-তেই দক্ষিণী ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ হলিউডি এলাকায় একটি মার্কিন সংস্থার আমন্ত্রণে চারদিনব্যাপী একটি বক্তৃতা সিরিজ দেওয়ার জন্য গোদার আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হলে, প্রখ্যাত সিনেমাতাত্ত্বিক তরুণ জেনে ইয়ংব্লাডের মনে হয়েছিল, হলিউডের 'অগভীর' সিনেমা দেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চ্যাংড়া' ছাত্ররা বুঝতেই পারছে না 'গোদার' বিষয়টি আসলে ঠিক কী! লস অ্যাঞ্জেলস ও ক্যালিফোর্নিয়া, দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় একত্রে আয়োজিত হ্যানকক অডিটোরিয়ামে তাই উপস্থিত ছাত্রসংখ্যা মোটে একদিন অর্ধেক ভর্তি হল, যখন শোনা গেল ওই দিনটিতে গোদারের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকবেন ফরাসি পরিচালক জাক দেমি, অ্যাগনেস ভার্দা, রোমান পোলানস্কি এবং সুরকার মিশেল লেগর‍্যান্ড। ইয়ংব্লাড অবশ্য বারেবারে ওই ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেই জাঁ লুক গোদার ব্যক্তিটি, শিল্পের ইতিহাসে সার্ত্র, হেরমান হেস বা দস্তয়েভস্কির মতোই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আর তাই, বক্তৃতা চলাকালীন, দ্বিতীয় দিন গোদার যখন স্থানীয় সিনেমা বিশেষজ্ঞ ও রসিকদের সঙ্গে মিলিত হলেন (যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম আমেরিকান চিত্র পরিচালক পিটার বগদানোভিচ ও চিত্রনাট্যকার স্যাম ফুলর) সভায় উপস্থিত তরুণ ইয়ংব্লাড সেই কথোপকথনের পুরোটা টেপে রেকর্ড করেছিলেন।

ইয়ংব্লাডের জবানে মোট চার দফা কথোপকথন হয়েছিল, যার প্রথমটির রেকর্ডিং তিনি করতে পারেননি, কিন্তু পরের তিনটি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে ইয়ংব্লাড এই ঐতিহাসিক কথোপকথনের পুরোটাই ছাপান আমেরিকান 'মুক্ত কাগজ' সিনেমা পত্রিকায়। ওই কথোপকথনের এক জায়গায় গোদারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমেরিকার হলিউডে তিনি সিনেমা বানাতে আগ্রহী কি না, কিংবা স্টুডিওগুলো বা প্রযোজকদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা চালাচ্ছেন কি না। গোদার উত্তরে স্পষ্টতই 'না' বলেন এবং বলেন, তাঁর বহু বন্ধু যথা পোলানস্কি, জাঁ রেনোয়া, ফ্রিৎজ ল্যাং বা জাক দেমি-র মতো পরিচালক হলিউডে এসে সিনেমা বানাচ্ছেন, গোদারের মতে সেগুলো, 'ট্র্যাজিক। আমি এ ধরনের কিছু করতে চাই না। কারণ আমার মতে, হলিউডের সিনেমার মান ক্রমশ আগের থেকেও খারাপ হচ্ছে। আমি যে পরিচালকদের একসময় পছন্দ করতাম— যথা হিচকক, হক্‌স বা বিলি ওয়াইল্ডার, ওঁরা এখন কী করছেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন। ওঁরা স্রেফ ফসিল সিনেমা বানাচ্ছেন।'

এরপর গোদারের উদ্দেশে দর্শক থেকে প্রশ্ন আসে, সিনেমা আর থিয়েটারের মধ্যে কতখানি পার্থক্য তিনি অনুভব করেন? গোদার বলেন, 'আমি কোনও পার্থক্য দেখি না। সবকিছুই থিয়েটার। বিষয়টা সহজ করে বলতে গেলে, থিয়েটারের মানে আপনি ঠিক কী বুঝছেন। সেটাই সাধারণত বোঝা হয় না। আমি বলতে চাইছি, যেখানে সিনেমা **দেখানো** হচ্ছে, সেটা থিয়েটার ছাড়া আর কী হতে পারে?' আর ওই কথোপকথনেই গোদার জানান, তিনি ও তাঁর ছবি প্রধানত নিরীক্ষাধর্মী ও একইসঙ্গে রাজনৈতিক ভাষ্যকার। ফলে তাঁর সিনেমাকে গড়পড়তা দর্শক গড়পড়তা সিনেমার মতো প্রেক্ষাগৃহে দেখতে এলে হবে না। তাঁদের ওই গয়ংগচ্ছ মানসিকতা 'আমি পালটাতে চাই। আমি চাই না মানুষ আর পাঁচটা ছবি যেভাবে দেখতে যায়, সেভাবে আমার ছবি দেখতে আসুক— এটা বদলাতেই হবে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আজকের দিনে যা আমরা করতে পারি।'

'তার মানে আপনি বলছেন যে আপনি দর্শকদেরও বদলাতে চান?'

—'ঠিক। আমি আসলে পৃথিবীকে বদলাতে চাই, আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সনটাগের তত্ত্বের প্রাক-শর্ত হিসাবে গোদারের মননের গড়নে এই বিশেষ স্বায়ত্তাধীন বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। ফরাসি পরিমণ্ডলে তাঁর এই বিশেষ ধরনটি কীভাবে গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে গড়ে উঠল, তার পরিচয় নেওয়াও এক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্যক। আমরা দেখব রিচার্ড এডি তাঁর জাঁ লুক গোদারের কর্মময় শিল্পজীবন নিয়ে লেখা 'সবকিছুই সিনেমা' নামক মহাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ১৯ বছরের এক চলচ্চিত্র সমালোচকের (গোদার যে তাঁর শিল্পজীবন শুরু করেছিলেন সিনেমা বিষয়ক সমালোচনা ও লেখালিখি দিয়ে, তা অনেকেই জানেন) জীবনের প্রথম সিনেমা বিষয়ক লেখাটির কথা। প্যারিসে গোদার ও তাঁর বন্ধুদের উদ্যোগে ছাপা পত্রিকা 'সিনেমা গেজেট'-এ ওই লেখাটি বেরয়।

গোদার ওই লেখায় বলেছিলেন, শিল্পীর জীবন কিছুতেই শিল্প থেকে পৃথক নয়। হলিউডের প্রখ্যাত পরিচালক জোসেফ ম্যানকিউইজের তৎকালীন সিনেমা 'তিন স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি' (১৯৫০) ছিল গোদারের লেখার বিষয়বস্তু। ম্যানকিউইজ একটি সাক্ষাৎকারে এই ছবি সম্পর্কে কথা বলতে বলতে জানিয়েছিলেন, 'কেউ কোনও নারীর অতীত অনুমান করতে চাইলে, তার বর্তমানকে লক্ষ করতে পারেন।' ম্যানকিউইজ এ-ও বলেছিলেন যে, সিনেমায় বর্ণিত ওই তিন নারীকে লেখা চিঠিগুলি তিনি একজন নারীকেই লিখেছিলেন, যাঁকে আসলে তিনি ভালবাসতেন। ম্যানকিউইজের এই উদ্ধৃতি তুলে নিয়ে গোদার তাঁর ওই লেখায় লিখেছিলেন, সিনেমা আসলে সেলুলয়েডে নয়, বরং পর্দার বাইরে নির্দেশকের জীবনে তৈরি হয়। জীবনযাপন ও মতামতের ধারাবাহিকতা আসলে শিল্পীর শিল্প ও শৃঙ্খলাকে গড়ে তোলে, ১৯ বছর বয়সি গোদার সে কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

ওই পত্রিকায় গোদারের দ্বিতীয় লেখাটির শিরোনাম ছিল 'একটি রাজনৈতিক সিনেমার জন্য'। এই লেখায় গোদার দেখালেন, ইউরোপের গড়পড়তা লোকের কমিউনিজমের এবং খ্রিস্টান বিশ্বাসের প্রতি মনোভাব মূলত এক। আরও একধাপ এগিয়ে গোদার জানালেন, এমনকী, নাৎসি প্রোপাগান্ডামূলক সিনেমার সঙ্গে এই দুই মনোভাবের বিশেষ ফারাক নেই। ১৯৫৫ অবধি এই ধরনের বিপজ্জনক লেখালিখি করে গিয়েছেন গোদার, অবশ্য তা 'হান্‌স লুকাস' ছদ্মনামে। আর সেখানেই তিনি লিখেছেন পৃথিবী বদলে দেওয়া তাবৎ সিনেমাওয়ালাদের অন্তরমন্ত্র, 'সিনেমায় আমরা চিন্তা করি না, আমরা নিজেরাই আসলে এক একটি চিন্তা।' গোদার-নির্মিত সিনেমা সেই সময়স্পৃষ্ট মৌলিকতা ও রাজনৈতিক বুৎপত্তির কেমন এক প্রজ্ঞাময় উচ্চারণ হয়ে উঠেছে, তা এই নতুন শতাব্দীতে এসে ফিরে যেতে পারে বইকি।

তার আগে বলি, গোদারের বয়স এখন ৮৯। ১৯৩০-র ৩ ডিসেম্বর গোদারের জন্মদিন। বাবা পল গোদার ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক আর মা ওদিল গোদার ছিলেন প্যারিসের প্রখ্যাত ব্যাঙ্কারের মেয়ে। খুবই বিত্তবান বাড়ির ছেলে জাঁ লুক। গোদার ছিলেন বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়। ১৯৩১ সালে অর্থাৎ গোদারের যখন একবছর বয়স, তখন তাঁর বাবা পল গোদার সুইজারল্যান্ডে একটি ক্লিনিক খোলেন এবং সপরিবার সেখানে চলে যান। গোদারের ছেলেবেলা তাই কেটেছিল প্যারিসে এবং লেক জেনেভা-র মধ্যে ঘনঘন যাতায়াত করে। সুইজারল্যান্ডের নিয়নে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, ফলে তিনি একটি সুইস পাসপোর্টও পেয়েছিলেন। পরে গোদার অবশ্য প্যারিসের লিস বুঁফো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোপাধি পেলেন। সরবোনে জাতিতত্ত্ব নিয়ে পড়লেন।

> ওই পত্রিকায় গোদারের দ্বিতীয় লেখাটির শিরোনাম ছিল 'একটি রাজনৈতিক সিনেমার জন্য'। এই লেখায় তিনি দেখালেন, ইউরোপের গড়পড়তা লোকের কমিউনিজমের এবং খ্রিস্টান বিশ্বাসের প্রতি মনোভাব মূলত এক। আরও একধাপ এগিয়ে গোদার জানালেন, এমনকী, নাৎসি প্রোপাগান্ডামূলক সিনেমার সঙ্গে এই দুই মনোভাবের বিশেষ ফারাক নেই। ১৯৫৫ অবধি এই ধরনের বিপজ্জনক লেখালিখি করে গিয়েছেন গোদার, অবশ্য 'হান্‌স লুকাস' ছদ্মনামে।

সেইসঙ্গে প্যারিসে বিভিন্ন সিনেক ক্লাবে টানা সিনেমা দেখতে শুরু করলেন। প্যারিসেই তাঁর নবলব্ধ বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, যাঁরা হলেন ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, এরিক রোমার, জাক রিভেত, এবং ক্লদ শ্যাব্রল। এঁরাই পরে একত্রে 'নবতরঙ্গ' তথা 'নুভেল ভাগ' নামে বহুখ্যাত আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে গোদারের বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ হল। গোদারের বাবা স্থির করলেন ক্যারিবিয়ান জামাইকাতে তাঁর ক্লিনিক উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবেন। গোদারও বাবার সঙ্গে কিছুদিনের জন্য জামাইকাতে গেলেন এবং সেখান থেকে পুরো লাতিন আমেরিকা চুটিয়ে ঘুরলেন। পরে আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। গোদারের বাবাও জানিয়ে দিলেন তিনি ছেলেকে আর কোনও আর্থিক সহায়তা করতে পারবেন না।

১৯৫০ সালে ওই 'সিনেমা গেজেট' পত্রিকার জন্ম। গোদার এবং তাঁর দুই বন্ধু রোমার ও রিভেতের উদ্যোগে। চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখালিখি করতে করতেই ২৪ বছর বয়সে গোদার তাঁর জীবনের প্রথম তথ্যচিত্রটি বানালেন। একটি সুইস বাঁধ, যার নাম ছিল 'বেঁতো', তার নির্মাণকাহিনিই ছিল ওই তথ্যচিত্রটির বিষয়বস্তু। বলা বাহুল্য, বাঁধটি যে-কোম্পানি তৈরি করছিল, পরে তারাই ভাল দামে তথ্যচিত্রটি কিনে নেয়।

গোদার স্থির করলেন পরের সিনেমা বানাবেন, আর সে বছরই সুইজারল্যান্ডের লুসানে একটি মোটর-স্কুটার সংঘর্ষে গোদারের মা ওদিল প্রয়াত হলেন। পরের বছর ১৯৫৫-তে গি দ্য মোঁপাসার ছোটগল্প আধারে প্রথম একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা বানালেন গোদার, যার নাম 'এক কামুক মহিলা'। সেই সময় তিনি আন্দ্রে বাজাঁ সম্পাদিত প্রখ্যাত 'কাইয়ে দ্যু সিনেমা' বা 'সিনেমার নোটবুক' শীর্ষক সিনে ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখক। বস্তুত 'নুভেল ভাগ' বা ফরাসি 'নবতরঙ্গ'-র নব্যসিনেমার সঙ্গে এই 'সিনেমার নোটবুক' সিনে পত্রিকার অঙ্গাঙ্গী ও শৈল্পিক যোগাযোগের কথা সর্বজনবিদিত। নতুন দিনের সিনেমার মতো পুরনো দিনের সমালোচনার ভাষা ও শৈলীও যে বদলে ফেলতে হবে, একথা জানিয়ে 'সিনেমার নোটবুক'-এর প্রথম সংখ্যায় ফ্রাঁসোয়া শ্যালে লিখেছিলেন— সিনেমা সমালোচকেরা এখন মূলত 'মৃত সূর্যের প্রেমিক। যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার ফিনিক্স পাখি ক্রমাগত পুনর্জন্ম নিচ্ছে, তাঁরা সেখানে শুধুমাত্র ভস্মাবশেষটুকু দেখতে পাচ্ছেন।' (এপ্রিল, ১৯৫১)। এই পত্রিকাটির সমকালীন মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে গোদার পরে বলেছিলেন, 'সিনেমার নোটবুক'-ই বস্তুত শেষ 'আধুনিক প্রকল্প', যেখানে 'আমরা এই নীতি জনমানসে প্রবেশ করিয়ে জিততে সমর্থ হয়েছিলাম যে, আরাগঁ-র একটি বইয়ের মতোই হিচককের একটি সিনেমা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সিনেমা-লেখকদের আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কারণ আমরা তাঁদের নির্দিষ্টভাবে শিল্পের ইতিহাসে প্রোথিত করেছি।' (১৯৫৯, 'শিল্প' পত্রিকা)।

গোদার নিজেকেও কখনওই সিনেমার 'নির্দেশক' বা 'পরিচালক' হিসাবে পরিচয় দিতে ভালবাসতেন না, বলতেন 'সিনেমা-লেখক'। 'কাইয়ে'-কে গোদাররা নিজেদের মধ্যে বলতেন, 'প্রতিরোধের জার্নাল, এ এমন এক বারুদে ঠাসা বিস্ফোরক যা সর্বদা যুদ্ধের জন্য উন্মুখ তথা টান টান।' ওই হলদেটে মলাটের বাঁধাই-করা পত্রিকাটি যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে তাবৎ নব্য বিকল্প সিনেমা লেখকদের একত্র করতে পেরেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গোদারের এই কাগজে তৎকালীন লেখালিখি তাই হয়ে উঠল তাঁর নির্মিত সিনেমার এক লিখিত ইস্তাহার, যার বুনিয়াদে ভর করে পরবর্তীতে তিনি তাঁর সিনেমায় রাজনীতি, ক্যাথলিকবাদ, ধ্রুপদীবাদ, মানবতাবাদ এবং পরাবিদ্যার এক সুষম মিশ্রণ ঘটাতে পেরেছিলেন। 'কাইয়ে' হয়ে উঠেছিল আন্দ্রে বাজাঁ-র জবানিতে গোদার, শ্যাব্রল, ত্রুফো, রোমার আর রিভেতের 'র‌্যাঞ্চো নটোরিয়াস'। পরস্পরের মধ্যে তীব্র আততি ও শৈল্পিক প্রকাশের মূর্ছনা, কান চলচ্চিত্র উৎসবে ত্রুফোর বানানো 'চারশত ফুঁ' তথা 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোস' (১৯৫৯)-এর প্রথম 'পালমে দে ওর' অর্জন ছিল সেই সম্মিলনের তূর্যধ্বনি। যে বছর তাই গোদার 'একজন কামুক মহিলা' বানালেন, তার পরের বছর থেকে প্যারিসেই পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করলেন তিনি। যদিও আর্থিক অবস্থা তখন মোটেও ভাল নয় তাঁর।

'ব্রেথলেস' ছবির এক দৃশ্যে জাঁ পল বেলমন্দো ও জিন সেবার্গ

গোদারের প্রথম দুই পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে একটি 'লে পেটিট সোলদাত' (১৯৬৩)

এরপর ২-এর পাতায়